করোনা রোগীদের সেবায় পুলিশ সার্বক্ষণিক পাশে আছে, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার

কুষ্টিয়ায় প্রতিদিনই বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা। ইতিমধ্যে শহরের কয়েকটি ওয়ার্ডকে রেডজোন হিসেবে চিন্হিত করে ২১ দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন।

এখন পর্যন্ত এ জেলায় ৩৪৭ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। মৃত্যুবরণ করেছে ৩ জন।করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাতে নেতৃত্বে সার্বক্ষণিক মাঠে কাজ করে যাচ্ছে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ।
তারই ধারাবাহিকতায় আজ সকালে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাতের নেতৃত্বে জেলা পুলিশের একটি দল করোনা আক্রান্ত রোগীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের খোঁজ খরর নেন এবং যেকোন প্রয়োজনে জেলা পুলিশ কে অবহিত করার জন্য মোবাইলে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানান।

এসময় পুলিশ সুপার তানভীর আরাফাত করোনা রোগীদের উদ্দেশ্য বলেন, আপনাদের যেকোন ধরনের প্রয়োজনে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সার্বক্ষণিক পাশে আছে। তাই চিন্তিত না হয়ে যে কোন ধরনের প্রয়োজনে আমাদের নির্ধারিত মোবাইল নাম্বারে কল করলে সবধরনের সেবা নিশ্চিত করা হবে আপনাদের।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা সহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ। উল্লেখ্য, কুষ্টিয়ায় করোনা পরিস্থিতির শুরু থেকেই জনগনের সেবায় সার্বক্ষণিক মাঠে কাজ করে যাচ্ছে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ।করোনা পরিস্থিতিতে সেবা প্রদান করতে গিয়ে ইতিমধ্যে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের বেশ কয়েকজন সদস্য করোনা আক্রান্ত হয়েছে। তবুও পিছুপা হয়নি কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ। তাই বলতেই হয় করোনা পরিস্থিতিতে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের ভুমিকা প্রশংসনীয়।

করোনার উপসর্গ নিয়ে কুষ্টিয়ায় দুইজনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সঙ্গে করোনার উপসর্গ নিয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (২১ জুন) দুপুর ১২টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুলতানা রিজিয়া বানু (৫৮) মারা যান। তিনি কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের ইউনিয়ন সমাজসেবী পদে কর্মরত ছিলেন।

হাসপাতাল সূত্র জানায়, সুলতানা রিজিয়া বানু করোনায় আক্রান্ত হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. তাপস কুমার সরকার বলেন, শনিবার রাত ১২টার দিকে শহরের কোর্টপাড়া কাজী নজরুল ইসলাম সড়কের বাসিন্দা মৃত মোল্লা ফকির মহম্মদের স্ত্রী সুলতানা রিজিয়া শ্বাসকষ্ট নিয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি হন। রোববার দুপুর ১২টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। শনিবার সকালে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়। রাতেই জানা যায় তার করোনা পজিটিভ। এ নিয়ে কুষ্টিয়া জেলায় করোনাভাইরাসে তিনজনের মৃত্যু হলো।

এদিকে, করোনার উপসর্গ নিয়ে শনিবার রাত ১০ টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভেড়ামারা উপজেলার কাচারিপাড়া এলাকার বাসিন্দা বুলবুল আহম্মেদের (৪৮) মৃত্যু হয়েছে।

পারিবারিক সূত্র জানায়, এক সপ্তাহ ধরে জ্বর, ঠান্ডা ও কাশির সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। শনিবার সন্ধ্যায় শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে পারিবারের লোকজন তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। রাত ১০টার দিকে তিনি মারা যান। তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় করোনার উপসর্গ নিয়ে ১৩ জনের মৃত্যু হলো। জেলায় এ পর্যন্ত

করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩৪৭ জন।

কুমারখালীতে সরকারী নির্দেশ না মানায় ১১ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

সরকারী নির্দেশনা না মেনে সন্ধ্যার পরেও দোকান খোলা রাখার অপরাধে কুষ্টিয়া কুমারখালীতে ১১ টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

শনিবার সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে ৯ টা পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান।

তিনি জানান, সরকারি আদেশ অমান্য করে কুমারখালী উপজেলার কাজিপাড়া, পদ্মপুকুর মোড়, হলবাজার, স্টেশন বাজার, হলবাজার এলাকায় সন্ধ্যার পর থেকে রাত সাড়ে ৯ টা পর্যন্ত খোলা রাখার অপরাধে এবং সরকারি স্বাস্থ্যবিধি না মানায় সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ ও নির্মুল আইন, ২০১৮ অনুযায়ী ১১টি প্রতিষ্ঠানে মোট সাড়ে ১২হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এমন অভিযান অব্যহত থাকবে বলেও জানান তিনি। এছাড়াও এলাকাবাসী ও পথচারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন তিনি।

কুষ্টিয়ায় ডিবির ভুয়া সদস্য আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ডিবি পুলিশের এক ভুয়া সদস্যকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (২০ জুন) দুপুরে মিরপুর থানা পুলিশ আটক ওই ভুয়া সদস্যকে জেলহাজতে পাঠিয়েছে। এর আগে শুক্রবার (১৯ জুন) রাতে স্থানীয় জনগণ তাকে আটক করে স্থানীয় থানায় সোপর্দ করে।

মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবুল কালাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

ওসি আবুল কালাম জানান, উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের আটিগ্রাম ধাপাড়ীপাড়া এলাকায় আমলা খামার পাড়ার নুরুজ্জামান খানের ছেলে ফিরোজ খান (৩০) ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বাড়াদী স্কুলপাড়ার মতিয়ার রহমান মন্টুর ছেলে পারভেজ হাসান ওরফে সুমন (৪০) নিজেদেরকে ডিবি পুলিশের সদস্য পরিচয় দিয়ে পথচারীদের কাছ থেকে নগদ অর্থ ও মালামাল ছিনতাই করছিলো।

সেসময় তারা ওই গ্রামের আবুছদ্দিন মন্ডলের ছেলে আবু বক্কর মন্ডলের কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন ও নগদ এগারো হাজার ৩০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। বিষয়টি নিয়ে তার সন্দেহ হলে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় তিনি ফিরোজ খানকে আটক করে স্থানীয় থানায় সোপর্দ করেন।

স্থানীয়দের দেখে ফিরোজ খানের সহযোগি পারভেজ হাসান ওরফে সুমন পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে মিরপুর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ১০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আব্দুল আলিম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। শুক্রবার দিবাগত রাতে এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুর গোরস্থানপাড়ার বাইতুন নুর জামে মসজিদের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক আব্দুল আলিম কুষ্টিয়া সদরের কালিশংকরপুর গ্রামের মৃত আব্দুল

মমিন এর ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, শুক্রবার মেহেরপুর সদরের রাইপুর থেকে ১০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আব্দুল আলিম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

দৌলতপুরে করোনা স্বাস্থ্যবিধি না মানায় অর্থদণ্ড

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে করোনা স্বাস্থ্যবিধি না মানা এবং সরকারি আদেশ অমান্য করায় দোকানদারসহ সাত জনকে সাড়ে ৮ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল শুক্রবার বিকালে আল্লারদর্গা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে এ অর্থদণ্ড প্রদান করে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, সরকারি আদেশ অমান্য করে আল্লারদর্গা বাজারে দোকান খোলা রাখা ও মুখে মাস্ক না পরে মোটরসাইকেলে চলাফেরা করার দায়ে দু’জন দোকানদারসহ সাত জনকে ১৮৬০ সনের দণ্ডবিধি ২৬৯ ধারায় অর্থদণ্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শারমিন আক্তার।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শারমিন আক্তার জানান, সরকারি আদেশ না মেনে বিকাল ৫টার পরও দোকান খোলা রাখা ও মাস্ক ব্যবহার না করে চলাফেরা করার দায়ে সাতটি মামলায় ৮ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে তাদের সতর্ক করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার নৌকায় সামাজিক দূরত্বের বালাই নেই

কুষ্টিয়ার বড়বাজার ঘোড়ারঘাট শহরের সাথে ওপারের প্রায় ১০টি গ্রামের যোগাযোগের একমাত্র ভরসা। যেখান দিয়ে প্রতিদিন শহরে আসে প্রায় হাজার দশেক মানুষ। এদের পারাপারের একমাত্র বাহন নৌকা। কিন্তু এই পারাপারের সময় সামাজিক দূরত্বের বালাই মানছেন না অনেকেই। গতকাল শুক্রবার সরেজমিনে গিয়ে এই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। তবে এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। আগেও যেভাবে পারাপার ঘটত এখনও সেরকই ঘটছে।

প্রতিদিন ভোর ৫ টা থেকে শুরু হয় নৌ পারাপার। চলে রাত পর্যন্ত। কুমারখালি উপজেলার কয়া, গোট্টিয়া, শিলাইদহ, বানিয়াপাড়া, কালুয়া সহ আরো বিভিন্ন গ্রামের মানুষ প্রতিদিন শহরের আসা যাওয়া করছে। কারো শহরে আসতেই হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে। এদের পারাপারের জন্য রয়েছে কয়েকটি মেশিন চালিত নৌকা। ঐসব গ্রামগুলোর অসংখ্য মানুষের এপাড়ে শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে।

একটি নৌকার চালক আসকার আলী জানান তিনি ঠিকভাবেই অবগত আছেন বর্তমান করোনা ভাইরাসের কারণে সামাজিক দূরত্বের বিধির বিষয়টি। কিন্তু তার কিছু করার নেই বলে জানান তিনি। আসকার জানান প্রথম কয়েকদিন ঘাট কতৃপক্ষ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পরে জনগনই মানেনি বিষয়টি। বরং নিয়ম মানাতে গিয়ে তাকে গালি খেতে হয়েছে জনগনের কাছে।

“সবারই খুব তাড়া, জীবনের মূল্যের চেয়ে পার হওয়াটাই যেন সবার কাছে বেশি জরুরি,” মাঝিটি জানান। এ প্রতিবেদক ঘাটে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ট্রিপ লক্ষ্য করেন। দেখতে পান এক একটি বার প্রায় শ’য়ের কাছাকাছি মানুষ পার হয়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে আসছে। নৌকার সাইজ অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব মেনে চললে সেখানে থাকতে পারে বড়জোড় ২০ থেকে বাইশ জন।
গাদাগাদি করে একে অপরের গায়ে ঠেস দিয়ে পারাপার চলছে।

সকালের দিকে মানুষের চাপ বেশি থাকে। কারণ এ সময় দোকান খোলা হয়। তারা শহরে এসে ব্যবসা শুরু করেন। অন্যদিকে চাপ বাড়ে বিকেলের

পরপরই কারণ তখন বন্ধ হয়ে যায় সব দোকানপাট। জিজ্ঞেস করা হয় বড় বাজারের ব্যবসায়ী নদীর ওপাড়ে কয়া গ্রামের মাহবুবার রহমানকে। তিনি একটি ট্রিপে পার হয়ে এলেন।

কয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলা স্বপন বলেন, কোনভাবেই মানছে না ঘোড়াঘাট বড়বাজার ঘাট কর্তৃপক্ষ সামাজিক দূরত¦ বজায় না রেখে কোনো নিয়ম-কানুন ছাড়াই চলছে ঘোড়াঘাট বড়বাজার পারাপার ঘাট টি। জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

কুমারখালীতে বজ্রপাতে নিহত তিন পরিবারকে অর্থ সহায়তা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুমারখালীতে বজ্রপাতে মারা যাওয়া ৩টি পরিবারের সদস্যকে অর্থ সহায়তা দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিবুল ইসলাম খান, তার কার্যালয়ে নিহত প্রত্যেক পরিবারের সদস্যদের হাতে নগদ ১০ হাজার টাকা তুলেন দেন। কুমারখালীতে চার দিনের ব্যবধানে বজ্রপাতে নিহত হয় ৩ জন। গত ৪ জুন বৃহস্পতিবার বিকাল ৩ টার সময় উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের ঘোষপুর পদ্মার চর এলাকায় মাঠে গরুর চরাতে গিয়ে ফারুক মন্ডল এবং সদরপুর মাঠে ধান কাটতে গেলে শফি মন্ডল নামে দুই কৃষক বজ্রপাতে তারা মারা যান । চার দিনের ব্যবধানে নন্দলালপুর ইউপির কাশিমপুর বাঁশআড়া গ্রামের কিশোর সাগর হোসেন (১১) বজ্রপাতে মারা যায় ।
এদিকে জেলা প্রশাসন থেকেও স্বজন হারানো পরিবারের সদস্যকে সহায়তা দেয়া হবে বলে জানা গেছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে গাঁজাসহ

নারী মাদক ব্যাবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ৪০০ গ্রাম গাঁজা সহ মোছাঃ শ্যামলী খাতুন
(৩৫) নামে এক মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার বিকালে দৌলতপুর থানার সাদীপুর গ্রামস্থ জনৈক মোঃ জানবার শেখের বাঁশ ঝাড়ের নিচে কাঁচা রাস্তার উপর থেকে তাকে আটক করা হয়।
আটককৃত শ্যামলী খাতুন দৌলতপুর থানার সাদীপুর এলাকার -মোঃ কামাল মালিথার স্ত্রী।
দৌলতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ এস,এম আরিফুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিকেলে অভিযান চালিয়ে শ্যামলী খাতুন নামে এক নারীকে ৪শ গ্রাম গাঁজা সহ তাকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে।

দুই জেলার প্রশাসনের হস্তক্ষেপে নদ হল দখলমুক্ত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার সংযোগস্থল কুমার নদ সরকারিভাবে খনন কাজ শেষ হওয়ার পরপরই মৎস চাষের জন্য দখলে নেওয়া নদ দখলমুক্ত করেছে দুই জেলার প্রশাসন। মিরপুরের মালিহাদ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হামিদ প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নদের বিপুল এরিয়ায় বাঁধ দিয়ে নিজের দখলে নেয়।
গতকাল রবিবার দুপুরে দুই জেলার প্রশাসন নদের পাড়ে উপস্থিত থেকে বেদখল হওয়া নদ দখলমুক্ত করে। এ সময় নদের দুই পাড়ের দুই উপজেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গা ও মিরপুর উপজেলাকে ভেদ করে বহমান রয়েছে প্রাচীন কুমার নদ। সুদীর্ঘকাল ধরে পলি পড়ে পড়ে নদটির গভীরতা কমতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে নদের খননকাজের প্রকল্প হাতে নেয় সরকার। খননকাজে সরকার বরাদ্দ দেয় ৩৫ কোটি টাকা। সম্প্রতি নদটির খননকাজ শেষ হয়েছে।
জানা গেছে, নদের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান খননকাজের বরাদ্দের টাকা তোলার আগেই মিরপুরের মালিহাদ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ

সম্পাদক আব্দুল হামিদ নদের বিপুল এরিয়া নিজের দখলে নিয়ে নেন। তিনি মাছের চাষ করবেন বলে নদের প্রায় এক কিলোমিটার এরিয়ায় তিন তিনটি বাঁধ দিয়ে মাছ চাষের পরিকল্পনা হাতে নেন। তার নিজের ওই অবৈধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে প্রকাশ্যে লেবার দিয়ে নদের প্রবাহে বাঁধ দেয়ার কাজ শুরু করেন। এক প্রকার জোর করেই তিনি তিনটি বাঁধ দেন।
আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হামিদের এই অপকর্মে নদের দুই পাড়ের সাধারণ মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। সাধারণ মানুষের এই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ঠেকাতে নদের পাড়ে বোমার বিস্ফোরন ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শনের ঘটনাও ঘটে বলে জানায় এলাকাবাসী। এতে আইনশৃংখলার মারাত্মক অবনতি হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। আর তখনই নড়েচড়ে বসে দুই উপজেলার প্রশাসন। প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেয় বাঁধ উচ্ছেদের।
গতকাল রবিবার দুপুরে দুই জেলার পদস্থ কর্মকর্তারা নদের পাড়ে উপস্থিত হয়ে বাঁধ তিনটি উচ্ছেদ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার এডিসি (রাজস্ব) ইয়াহিয়া খান, কুষ্টিয়ার এডিসি ওবাইদুর রহমান, কুষ্টিয়া জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী সুবির কুমার ভট্টচার্য, চুয়াডাঙ্গা জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলার নির্বাহী অফিসার লিটন আলী, মিরপুর উপজেলার নির্বাহী অফিসার লিংকন বিশ্বাস, মিরপুরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাকিব হাসান, আলমডাঙ্গার সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ুন কবীর, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর, মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ আবুল কালাম, হারদী ইউপির চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, মালিহাদ ইউপির চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন, হারদী ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি আশিকুর রহমান ওল্টু, সাধারণ সম্পাদক আইনাল হক প্রমুখ।